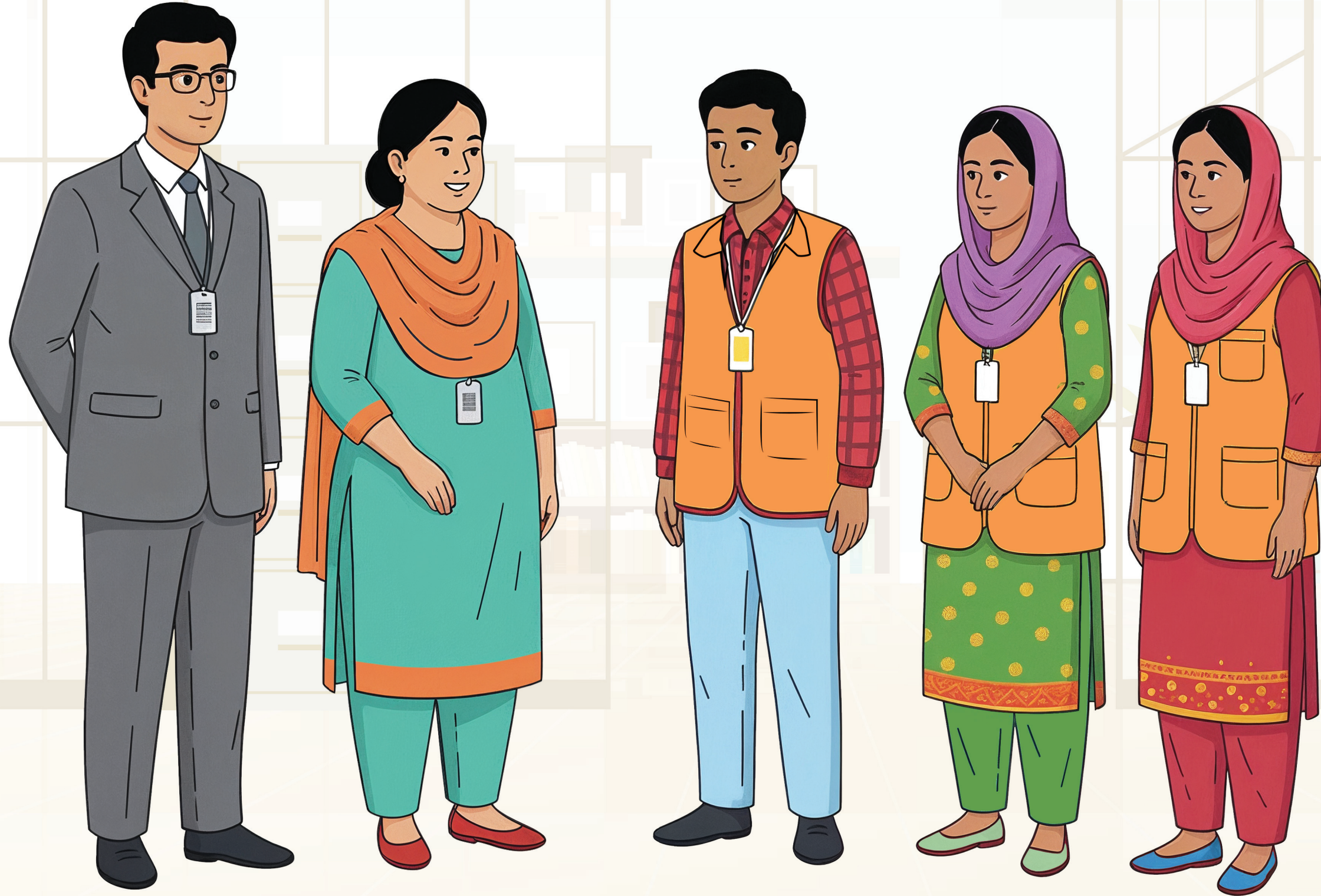


ফ্যাক্টুরিতে একটি কার্যকর হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি বাস্তবায়ন



কারখানায় একটি কার্যকর হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি সকলের অংশগ্রহণ, মতামত এবং আইন অনুসারে কমিটি গঠন

- কর্মক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটি গঠন করা
- কমিটি প্রধান নারী হবেন
- আইন অনুসারে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সদস্য হবেন নারী
- কমিটির সদস্যগণ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন
- কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন বিভাগ ও পদবী (যেমন : সেলাই, কাটিং, প্রশাসন) থেকে নির্বাচিত হবেন)
- বাইরের সদস্য (যেমন - এনজিও প্রতিনিধি, আইন বিশেষজ্ঞ বা কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রতিষ্ঠান) রাখার মাধ্যমে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (কারখানা এবং ব্যবস্থাপকদের মতামতের মাধ্যমে)

সকলের অংশগ্রহণ, মতামত এবং আইন অনুসারে কমিটি গঠন



কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বাড়ানো

- নিয়মিত কমিটি মিটিং
- হয়রানি বিরোধী কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- যৌন হয়রানিমূলক আচরণ, ক্ষতিকর দিক এবং শাস্তি সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং অন্যান্য আইনি বিষয়াদি সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা
- মিটিং চলাকালীন সকল সদস্যদের মতামত দেওয়া সক্ষমতা বাড়ানো
- অভিযোগ গ্রহণ এবং কেইস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করবার দক্ষতা
- মিটিং মিনিটস্ লেখা এবং রেজিস্টার ব্যবহার করা
- হয়রানির শিকার ব্যক্তি কেন্দ্রীক সংবেদনশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং কমিটি সদস্যদের অগ্রগতি ফলোআপ করা
- নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা

কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বাড়ানো



অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থাপনা

- নিরাপদ এবং একের অধিক অভিযোগ করার মাধ্যমে (যেমন : অভিযোগ বা পরামর্শ বক্স, হটলাইন নম্বর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য মারফত অভিযোগ করা)
- অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের জন্য গোপনীয়তা নিশ্চিত করা
- অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা

অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থাপনা

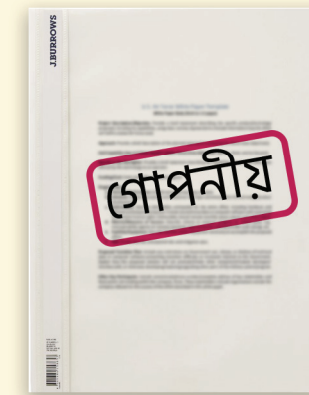
লিখিতভাবে অভিযোগ বাক্সে জমা



লিখিত জমা দেয়া



গোপনীয়



গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করা

সময়মতো ও ন্যায্যসংগত তদন্ত প্রক্রিয়া

- অভিযোগ তদন্তের জন্য যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা
- তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করা
- প্রতিটি ঘটনা লিখে রাখা এবং রেকর্ড রাখা
- অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয়ের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করা
- কোন প্রকার পক্ষপাত না করা
- গোপনীয়তা বজায় রাখা (অভিযোগকারীর তথ্য / ঘটনা)

সময়মতো ও ন্যায়সংগত তদন্ত প্রক্রিয়া



সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার

- নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, পোস্টার, অডিও-ভিডিও প্রদর্শন, প্রিএ সিস্টেমে প্রচারণা) পরিচালনা
- দৃশ্যমান স্থানে কমিটির পরিচিতি, ফোন নম্বর, অভিযোগ করার পদ্ধতি বাংলা ভাষায় প্রদর্শন
- প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তৈরি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ গাইডলাইন সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করা
- কারখানাতে নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য কাজ করা
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মহিৎসতা বন্ধে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষসহ উপলক্ষ্যগুলো সকলকে নিয়ে আয়োজন করা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার



নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান



পোস্টারের
মাধ্যমে প্রচার



গাইডলাইন জানানো



নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধির
জন্য কাজ করা

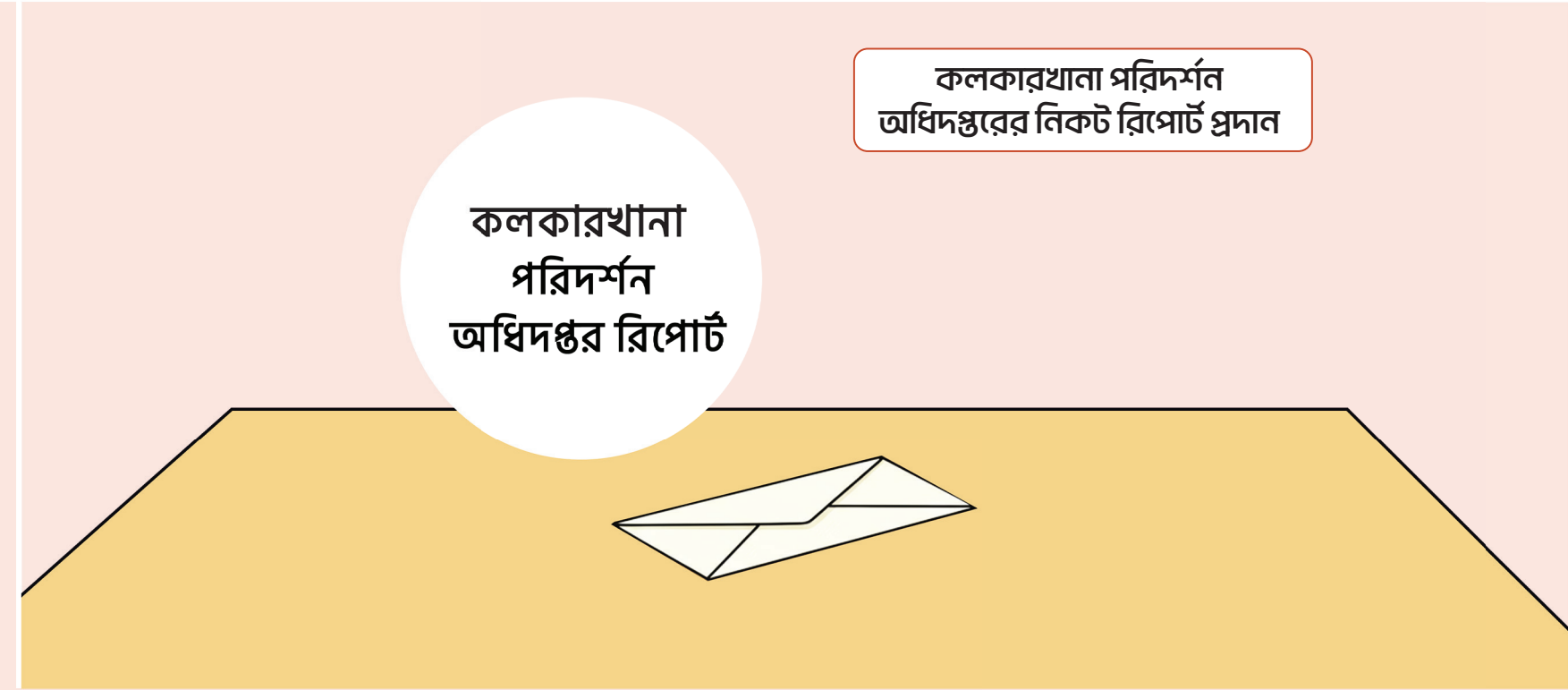
ব্যবস্থাপনা সমর্থন ও জবাবদিহিতা

- ম্যানেজমেন্টে জিরো টলারেঞ্চ নীতির প্রতিপালন
- সময়, বাজেট ও প্রশিক্ষণ সহায়তা
- কারখানা ব্যবস্থাপনা ও কলকারখানা অধিদপ্তরকে নিয়মিত অবগত করানো

ব্যবস্থাপনা সমর্থন ও জবাবদিহিতা



জিরো টলারেস
নীতির প্রতিফলন



কলকারখানা পরিদর্শন
অধিদপ্তরের নিকট রিপোর্ট প্রদান

কলকারখানা
পরিদর্শন
অধিদপ্তর রিপোর্ট



প্রশিক্ষণ প্রদান

তদারকি ও মূল্যায়ন

- অভিযোগ পাওয়ার পরে রেজিস্টারে ওঠানো এবং দ্রুত সমাধান করা
- অভিযোগ পাওয়ার পরে নিয়মিত যাচাই-বাছাই করা, ফলাফল ও দুর্বল দিকগুলো মনিটর করা
- নিয়মিত কমিটির কার্যক্রম ও পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে জরিপ করা
- সঠিক এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা

তদারকি ও মূল্যায়ন



রেজিস্টারে ওঠানো



নিয়মিত যাচাই বাছাই



নিয়মিত কমিটির কার্যক্রম ও পরিচিতি



প্রতিবেদন তৈরি

বাইরের সংস্থার সাথে যোগাযোগ

- বিভিন্ন এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, আইনী সংস্থা ও সরকারি সংস্থার সহায়তা নেওয়া
- গুরুতর বা জটিল মামলাগুলো বিভিন্ন আইনি চ্যানেলে রেফার করা

বাইরের সংস্থার সাথে যোগাযোগ

মানবাধিকার সংস্থা

সরকারি সংস্থা



আইনী সংস্থা

এনজিও

অন্যান্য সহযোগী

বিভিন্ন সংস্থার
সহযোগিতা নেয়া

জটিল মামলাগুলো
বিভিন্ন চ্যানেলে পরিচালনা



নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ

- হয়রানি বিরোধী নীতিমালা ও কর্মক্ষেত্রে আচরণবিধি কীভাবে সকলের উপকারে আসবে সে বিষয়ে প্রচারনা
- হয়রানি বিরোধী কমিটি কাজ করার ক্ষেত্রে সকলের সহায়তার বিষয়ে প্রচারনা
- নারী-পুরুষ সকলের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ



ভূমিকা:

অ্যাকসেস টু রেমেডি বা প্রতিকার পাওয়ার অধিকার হলো জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নির্দেশিকাগুলোর একটি মূল স্তম্ভ। এর মূলনীতি হলো যখন কারও অধিকার লঙ্ঘন হয়, তখন ভুক্তভোগীর যেন কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা এবং পরবর্তীতে ২০২২ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (২০১৫)-এর সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মস্থলে কার্যকর অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC)/ হয়রানি বিরোধী কমিটি/ অভিযোগ কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তবে ২০২১ সালে “Mapped in Bangladesh” পরিচালিত এক জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৩,৮০০+ তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে মাত্র ৫৭% কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC) রয়েছে। ETI-এর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ১০০টিরও বেশি সরবরাহকারীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সময় অনেক কারখানায় এই কমিটি হয় অনুপস্থিত, নয়তো ভুলভাবে গঠিত বা অকার্যকর অবস্থায় আছে।

একটি কার্যকর অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (AHC)/ অভিযোগ কমিটি ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পেতে সহায়তা করে, নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করে, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং শিল্প সম্পর্কে আরও শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল করতে সাহায্য করে। এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আইএলও-বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ (BWB) কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী ৫০টি তৈরি পোশাক (RMG) কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (অভিযোগ কমিটি) গঠন ও কার্যকর করার জন্য আইএলও-বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ (BWB) এবং এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ETI) বাংলাদেশ একটি যৌথ উদ্যোগ পরিচালনা করছে। উক্ত উদ্যোগে ৫০টি পোশাক (RMG) কারখানায় অ্যান্টি-হ্যারাসমেন্ট কমিটি (অভিযোগ কমিটি) গঠন ও কার্যকর করার জন্য কারখানার ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবায় দক্ষতা ও যোগ্য সহায়তা প্রদান করছে। উক্ত উদ্যোগের শিখণ উপকরণ হিসেবে চারটি (৪টি) ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। যা আওতাভুক্ত সকল অংশগ্রহণকারি কারখানাতে শ্রমিকদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তাসমূহ উপস্থাপনা করা হবে।

ফ্লিপচার্টসমূহ হলো:

ফ্লিপচার্ট-১: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ

ফ্লিপচার্ট-২: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী বিধিবিধান

ফ্লিপচার্ট-৩: ভিকটিমকে কেন্দ্র করে গঠিত সংবেদনশীল পদ্ধতি, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও রেফারেল সাপোর্ট

ফ্লিপচার্ট-৪: কারখানাতে একটি কার্যকর হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি বাস্তবায়ন

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে সহায়কের জন্য করণীয়সমূহ:

সহায়কগণ ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবেন-

- ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে, যেন তারা প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী হন। অংশগ্রহণকারীদেরকে ফ্লিপচার্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে
- ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে সহায়ককে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সকল অংশগ্রহণকারীগণ পরিস্কারভাবে তা দেখতে পান
- উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে
- ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা দেয়া আছে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই আলোচনারসূত্র ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের কারখানাতে কি এরকম অবস্থা দেখতে পাই?
 - কারখানাতে এ ধরনের অবস্থায় আমরা কী করি?
 - কারখানাতে এ ধরনের অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত?
- সহায়ক সকল অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দিবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে সহায়ক কৌশলে তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে আসবেন
- সহায়ক জীবনধর্মী উদাহরণ ব্যবহার করে ফ্লিপচার্টের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে বলবেন
- আলোচনার সময় তিনি সহিংসতা মোকাবিলাকারীদের প্রতি সম্মান ও গোপনীয়তা বজায় রেখে আলোচনা করবেন
- ফ্লিপচার্টের এক পিঠের ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পিঠে যাওয়া উচিত নয়
- ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়
- ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য সহায়ক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন
- সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর সহায়ক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন